তারিখ . . 08 NOV. . 2015. . . .
পৃষ্ঠা . . ৩ . . . কলাম . . . . ৬ . . . . .

আমাদের সময়

স্কুল ব্যাংকিংয়ে অবহেলা করলে কঠোর ব্যবস্থা

দেলোয়ার হুসেন ও হারুন-অর-রশিদ ●

স্কুল ব্যাংকিং পরিচালনায় কোনো ধরনের অবহেলা করলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ব্যাংকের নতুন শাখা খোলার লাইসেন্স, পুরনো শাখা স্থানান্তর, বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসা করার লাইসেন্স দেওয়া হবে না অবহেলাকারী ব্যাংকগুলোকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে যেসব বাণিজ্যিক সেবা ব্যাংকগুলো পেয়ে থাকে সেগুলোও স্থগিত করা হবে। এছাড়া দক্ষতার সঙ্গে স্কুল ব্যাংকিং পরিচালনা ও আগ্রহের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হবে নতুন করে ক্যামেলস রেটিংয়েও। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে মৌখিকভাবে বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়। এর আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হুশিয়ারি

সূত্র জানায়, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা গড়ে তুলতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২০১০ সাল থেকে স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। এর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে নীতিমালাও করে দেওয়া হয়। কিন্তু ব্যাংকগুলো যথেষ্ট গুরুত্ব না দেওয়ায় এ কার্যক্রমের বিস্তার ঘটেনি। যে কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এসকে সুর চৌধুরী সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্কুল ব্যাংকিংকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে এর প্রসার ঘটাতে চাচ্ছে। কিন্তু ব্যাংকগুলো এতে যথেষ্ট সাড়া দিচ্ছে না। ব্যাংকগুলোকে এ কাজে আগ্রহী করে তুলতে পদক্ষেপ নিচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে দেখা যায়, চলতি বছরে জুন পর্যন্ত ব্যাংকগুলোয় স্কুল ব্যাংকিংয়ের আওতায় মোট ৯ লাখ ৪ হাজার ৬৫২টি হিসাব খুলেছে শিক্ষার্থীরা। এতে তাদের জমার পরিমাণ ৬৮৮ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মনে করে, ব্যাংকগুলো আগ্রহ নিয়ে এ বিষয়ে কাজ করলে আরও বেশি হিসাব খোলা হতো এবং সঞ্চয়ের পরিমাণও বাড়ত।

সূত্র জানায়, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ৫টি বাণিজ্যিক ব্যাংক (সোনালী, জনতা, অগ্রণী, রূপালী ও বেসিক) শিক্ষার্থীদের হিসাব খুলেছে ২ লাখ ৬ হাজার ৮৫৬টি, বিশেষায়িত তিন ব্যাংক ১ লাখ ৩৯ হাজার ৭৮০টি, বেসরকারি ব্যাংক ৫ লাখ ৫৬ হাজার ২৩৩টি এবং বিদেশি ব্যাংক ১ হাজার ২২৪টি। সবচেয়ে বেশি অ্যাকাউন্ট রয়েছে ইসলামী ব্যাংকে। সবচেয়ে বেশি টাকা জমা রয়েছে ডাচ্-বাংলা ব্যাংকে।

অগ্রণী ব্যাংকের এমডি সৈয়দ আবদুল হামিদ এ বিষয়ে বলেন, আমানত সংগ্রহ বাড়াতে এ হিসাব ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমাদের সঞ্চয় আরও বাড়ানো উচিত। সেটিতে স্কুল ব্যাংকিং ভালো ভূমিকা রাখবে। বড় বিষয় হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছোট থেকেই সঞ্চয়ের মনোভাব গড়ে উঠবে। এ ব্যাপারে ব্যাংকের পাশাপাশি শিক্ষক ও অভিভাবকদেরও ভূমিকা রাখতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র জানায়, এখন পর্যন্ত বিদেশি ১টি, নতুন ২টিসহ মোট চারটি ব্যাংক স্কুল ব্যাংকিং চালু করেনি। ৫৬টি ব্যাংকের মধ্যে মোটামুটি সন্তোষজনক পর্যায়ে স্কুল ব্যাংকিং করেছে ২০টি। বাকি ৩৬টি ব্যাংক খুব সীমিত আকারে এর আওতায় হিসাব খুলেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক চাচ্ছে, সব ব্যাংকই যাতে স্কুল ব্যাংকিংয়ের আওতায় হিসাব খোলে এবং এতে আমানত রাখতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করে। এ লক্ষ্যে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্সের আয়োজন করে।

প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, এ এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৮

স্কুল ব্যাংকিংয়ে

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) হিসাবে অন্য হিসাবের চেয়ে একটু বেশি মুনাফা দিতে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্কুলের শিক্ষার্থীদের হিসাব পরিচালনায় কোনো সার্ভিস চার্জ দিতে হবে না। এমনকি চেকবই নিতেও কোনো টাকা পরিশোধ করতে হবে না। এসব হিসাবে এটিএম কার্ড, মোবাইল ব্যাংকিংসহ নানা সুবিধা পাওয়া যাবে। এখানে ন্যূনতম স্থিতির কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এমনকি স্কুল-কলেজের গণ্ডি পেরোনোর পর ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিসাবধারী চাইলে স্কুল ব্যাংকিং হিসাবকে তার সঞ্চয়ী হিসাবে রূপান্তর করতে পারবে। এ হিসাবে দৈনিক স্থিতির ওপর ছয় মাস অন্তর মুনাফা বা সুদ দেওয়া হয়।